

# نڪاح

زواج

মেৰাজ হোসেন





# সূচিপত্র

তরুণ সমাজ বিয়ের জন্য কেন হঠাৎ তৎপর?	১
হঠাৎ করে কেন এই প্রবণতা?	৬
নারীদের ক্ষেত্রে যেসব দৃশ্যমান সমস্যা হয়	৭
ছেলেদের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান সমস্যাগুলো	১২
যা জানতেই হবে	১৭
ইসলামে বিবাহের বয়স	২৬
সন্তানের বিবাহের এখন প্রয়োজন নেই	২৭
বিবাহের সামর্থ্য	৩০
বিবাহ বিলম্বিত করা	৩২
ইজাব এর আদব	৩৪

আল্লাহর উপর ভরসা বনাম নিজের বিবেকের উপর ভরসা ৩৬

অভিভাবক হওয়ার যোগ্যতা ৩৮

অভিভাবক কিনবা ওয়ালি ব্যতিত বিয়ে ৪২

কুফু বা সমতা ৪৬



# নিকাহ

লেখক

মেৰাজ হোসেন

FB : @mayraj.neo.official

সম্পাদক

ইয়ামিন মোহাম্মদ

Free E-book for spreading  
social awareness.

## লেখকের কথা

তরুণদের মধ্যে যারা নিজেদের ঈমান নিয়ে চিন্তিত তাদের মাঝে "বিয়ে" নিয়ে আলোচনার সাথে একরাশ হতাশা, অনেকখানি আক্ষেপ এবং একটি দীর্ঘশ্বাস পরিলক্ষিত হয়!

তাদের আগ্রহ, প্রচেষ্টা কিংবা দীর্ঘশ্বাস কখনোই পৌঁছায়নি তাদের পিতা-মাতার কাছে!

অনেকের জন্য "নিকাহ" ফরজ হলেও পিতা-মাতা কে তো বলা যাবে না! কি লজ্জার ব্যাপার...

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ঈমানের ষাটেরও অধিক শাখা আছে। আর লজ্জা হচ্ছে ঈমানের একটি শাখা।

(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৯)

যে ব্যাপারে লজ্জা থাকলে আপনার ঈমান চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, পাপাচারের ঢেউ আপনাকে আল্লাহর থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিবে সেই ব্যাপারে কেন লজ্জা?

ঈমান রক্ষা করা তো জীবন রক্ষার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ!

তাই এই ব্যাপারে লজ্জা পেলে চলবে না! সমাজ কথিত "আধুনিকতার" কারণে "টাইমলি ম্যারেজ" এর মতো একটি সুনাম আজ বিলুপ্তপ্রায় যার ফলে সমাজে বাড়ছে অশ্লীলতা, অনাচার। নিজের কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করুন!

---

বাতাস ভারী হয়ে আসছে? ফিতনায় আপতিত হয়ে হারিয়ে ফেলছেন নিজের পবিত্র সত্ত্বাকে? পাপ করতে লজ্জা বোধ করছেন না যখন একটি সুন্নাহকে নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করুন। বলতে লজ্জা পাবেন না! আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে যান! আল্লাহ চাইলে সব সম্ভব! আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হলেও আল্লাহ তা'লা আপনাকে সাহায্য করবেন ই! সবার করুন!

"আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন।"

(সূরা আদ-দুহা, আয়াতঃ৫)

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেকে ফিরিয়ে আনুন! যুদ্ধে হেরে গেলে চলবে না! বি ইযনিল্লাহ!



## সম্পাদকের কথা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু, মেরাজ হোসেন ভাইয়ের ফেসবুকে নিকাহ নিয়ে লেখাগুলোকে একত্র করার উদ্দেশ্যেই এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

যদিও বইটি ছোট, এই বইটিতে যুবক ভাইদের জন্য যারা নিজেদের চরিত্র রক্ষা করতে চায়, তাদের জন্য অনেক ফলপ্রসূ হবে ইন শা আল্লাহ।

মেরাজ হোসেন ভাই তার এই বইতে একাধারে কেন যুবক সমাজ বিয়ে নিয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে, কেন অল্প বয়সে বিয়ে করা উচিত এবং এক্ষেত্রে কি কি সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং সেগুলোর সমাধান দিয়েছেন বিইযনিল্লাহ।

আল্লাহ যেন তাকে এবং আমাদের সবাইকে উত্তম জাযা দান করেন এবং আমাদের জন্য দুনিয়া এবং আখিরাত কে সহজ করে দেন, আল্লাহুম্মা আমিন।



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বর্তমানে অনলাইন, অফলাইনে বিশেষ করে যারা কৈশোরে পদার্পণ করেছে তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু যেন একমাত্র "বিবাহ" এবং এই নিয়ে অসংখ্য Post থাকলেও এসব চিন্তাভাবনার "Fundamental" বিষয়গুলো নিয়ে কোনো বিস্তার আলোচনা এখন পর্যন্ত চোখে পড়লো না। আমার একাধিক সিরিজ একসাথে চলমান থাকলেও চিন্তা করবেন না। এই সিরিজটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে দিবো ইনশাআল্লাহ। আর যেহেতু এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বার্থ আর নেই তাই আলহামদুলিল্লাহ এই লেখাটা সম্পূর্ণ দ্বীনের জন্য উৎসর্গ করা হলো।

## তরুণ সমাজ বিয়ের জন্য কেন হঠাৎ তৎপর?

এই প্রশ্নটার জবাব বিশেষ করে অভিভাবক শ্রেণীর জানা উচিত। একটু পেছনে যাওয়া যাক...দুই কিংবা সর্বোচ্চ তিন জেনারেশন আগে, যখন বিজাতীয় সংস্কৃতি ছিলো না, সমাজে অশ্লীলতার ব্যাপক প্রসার ছিলো না তখন ছেলেমেয়েদের বিয়ের বয়স ১০/১২/১৪ সর্বোচ্চ ১৮-২০। এর চেয়ে বেশী বয়সে বিয়ের কথা মানুষ চিন্তাও করতে পারতো না। হ্যাঁ, এর বেশী বয়সের যেসব ছেলেরা বিয়ে করতো তাদের স্ত্রীর বয়স এবং তাদের বয়সের পার্থক্য থাকতো দশ থেকে পনেরো বছর। আমাদের এক জেনারেশন আগ থেকেই অর্থাৎ আমাদের বাবা মায়ের সময় থেকে বিভিন্ন নাটক, সিনেমা, গান-বাজনার অনুপ্রবেশ ঘটে যার ফলস্বরূপ বিয়ের Average বয়স পিছিয়ে যায়। ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত লাগছে তাই না?



নাটক, সিনেমা, গানবাজনার জন্য বিয়ে পিছিয়ে যাওয়া? একটু পরিষ্কার করে দিই, যখন থেকে সমাজে এসব হারাম জিনিসের অনুপ্রবেশ ঘটে তখন সাথে করে আরেকটা কঠিন রোগ মহামারী আকার ধারণ করে আর তা হলো "বিবাহ বহির্ভূত ভালবাসা/সম্পর্ক/প্রেম " যা শরীয়তের ভাষায় জেনা ও ব্যভিচার। এসব হারাম বিনোদন কিংবা হারাম সম্পর্কের কারণে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা তেমন একটা পরিলক্ষিত হয় না। বর্তমানে হারাম বিনোদনের অভাব নেই এটাও সত্যি তেমনি ধর্মীয় জ্ঞানও সহজপ্রাপ্য যেটা আগের দিনে ছিলো না। এখন যে ছেলেটা সারাদিন হারাম বিনোদনে ব্যস্ত থাকে, হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে থাকে সে নিজেও কিন্তু জানে এটা হারাম। কিন্তু এক জেনারেশন আগে ফিরে তাকালে দেখবেন অনেকে এখনো জানে না গানবাজনা, নাটক -সিনেমা এগুলো হারাম। প্রেম-ভালবাসা তো বয়সের দোষ। বিশেষ কিছু না।

ডাঃ খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাতুল্লাহ এই ব্যাপারে অসাধারণ একটি মন্তব্য করেছিলেন যা মোটামুটি এরকম ছিলো,

"আপনারা ভাবেন ছেলে থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট পরে কানে হেডফোন লাগিয়ে ঘুরে। এই ছেলে ইসলামের কি বুঝে? কিন্তু আপনি জানেন না সে কুরআন হাদিসের অনেক কিছুই জানে যা আপনি জানেন না। এজন্যই সে বিয়ের কথা বলে।"

আপনি ভাবছেন আপনার সন্তান এখনো কিছু বুঝে না। অথচ সে অনেক কিছু বুঝে ফেলায় সবকিছুকে পাশ কাটিয়ে বিয়ের কথাটা বলতে পেরেছে। তার দিকে দু চারটা খারাপ বাক্য ছুঁড়ে দেয়ার আগে ধৈর্য ধরে আশেপাশের দু-চারটা পার্কে হেঁটে আসবেন। বর্তমান তরুণ সমাজের বাস্তবতা দেখে এসে নিজের ছেলে কিংবা মেয়েকে ধিক্কার না দিয়ে শুকরিয়া আদায় করবেন আপনার ছেলে অথবা মেয়ে ওই পার্কের নোংরা সম্পর্কের চেয়েও হালাল সম্পর্ককে উত্তম মনে করে সকল লজ্জার উর্ধ্ব গিয়ে আপনাকে বিয়ের কথা বলেছে কিংবা সেগুলো ফেলে এসে সে আপনাকে বিয়ের কথা বলছে। আপনিও পারিপার্শ্বিক চিন্তা ফেলে শুধু এটা ভাবুন তো, মানুষের একেবারে মৌলিক একটা বৈশিষ্ট্য তো সূরা নিসার প্রথম আয়াতের তাফসিরেই দেখতে পাবেন যে পুরুষ মাত্রই নারীর প্রতি আকর্ষিত হবে আর নারী মাত্রই পুরুষের প্রতি আকর্ষিত হবে। আপনার পাঁচ বছরের বাচ্চা ছেলেটাও একটা ছেলে বন্ধুর চেয়ে একটা মেয়ে বান্ধবীকে বেশী পছন্দ করে।

বর্তমানের আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে হালাল-হারাম সম্পর্কে স্বশিক্ষিত হওয়া লাগে। আর এই শিক্ষাটা পাওয়ার আগ পর্যন্ত একটা ছেলে কিংবা মেয়ে বুঝে না বিবাহ বহির্ভূত প্রেম ইসলামে বৈধ না। নাটক, সিনেমা, সিরিয়াল গান বাজনা অবৈধ প্রেমের শিক্ষা দেয়। মা অথবা পরিবারের মহিলা সদস্যরা সন্তানদের সাথে নিয়ে এগুলো দেখে থাকেন। আর এই অবৈধ সম্পর্কের প্রভাবটা তার মনে গিয়ে বাসা বাঁধে।

তারপর একটা ছেলেকে কিংবা মেয়েকে আপনি এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠালেন যেখানে ছেলে-মেয়ে সবাই আছে।

তাকে শিখালেন না প্রেম ভালবাসা হারাম। কিংবা শিক্ষা দিলেও আশেপাশের ছেলেমেয়েদের দেখে, নাটক সিনেমা দেখে শিশুটা নিজের সুবিধামত খারাপটাকেই বেছে নিবে।

তারা তখন থেকেই শিখে যায় নারী পুরুষের মেলামেশা দোষের কিছু না। দায়টা আপনার কোথায় এবার বুঝতে পেরেছেন? সহশিক্ষা একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর হারাম হলেও এই শিশুর স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্যে যখন এই জিনিসটা আর পাপ হিসেবে থাকে না তখন বড় হলেও একটা মেয়ের অনেকগুলো ছেলেবন্ধু কিংবা একটা ছেলের অনেকগুলো মেয়েবন্ধু পরবর্তীতে থাকে। এটা না হলে হারাম "Relationship"এ জড়িয়ে পড়োঁধৈর্য হারাবেন না। পুরোটা পড়ুন। আপনার জানা দরকার আপনার পরবর্তী জেনারেশনে কি হচ্ছে!

যখন কোনো ছেলে বা মেয়ে দ্বীনের আলো দেখে ফিরে আসতে চায় তখন সব লজ্জা, প্রচলিত নিয়ম ভেঙে আপনাকে বিয়ের কথা বলে। দেখুন, আপনার সন্তান বিনোদনের জন্য গেম খেলে,টিভি দেখে, খেলা দেখে, মুভি দেখে, গান শোনে কিন্তু যখন হিদায়াত প্রাপ্ত হয় তখন এই হারাম বিনোদনের সবকিছুই বন্ধ হয়ে যায়। বিনোদনের অন্যতম উৎস হিসেবে বর্তমান প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয় পর্নগ্রাফি... আবারো পড়ুন "ছেলে মেয়েদের "



যারা এই বিষাক্ত ছোবল থেকে নিজেকে বাঁচাতে পেরেছে। এই বিষাক্ত ছোবল তার চারপাশে যখন ঘুরছে-ফিরছে সে নিজেকে সংযত রাখার জন্য কুরআন হাদিসে দেখানো পদ্ধতি খুঁজছে। জবাব কি? তার আগে আরেকবার মনে করুন তার সকল হারাম বিনোদন যেখানে বন্ধ, সকল হারামে, অন্ধকারে যখন পুরো সমাজটা ডুবে আছে তখন আপনার ছেলে কিংবা মেয়ে সবগুলো শিকল ছিঁড়ে এসে আপনার কাছে একমুষ্টি আলো ভিক্ষা চাইছে....

কিন্তু ভেবে দেখুন, আপনি অভিভাবক হিসেবে সেই দায়িত্বটা ছিলো আপনার। ছেলে কিংবা মেয়ে ধর্মের দিকে ফিরে এসে জেনেছে বিয়েকে যত কঠিন করা হবে অশ্লীলতা ততো ঘিরে ধরবে। সে জেনেছে দৃষ্টি, লজ্জাস্থান হেফাজত করতে হলে বিয়ে করতে হবে। একবার চিন্তা করে দেখুন তো, পার্কে দেখে আসা দৃশ্যগুলিতে আপনার সন্তানকে দেখতে পেলে আপনি যদি আরো খুশি হতেন? যদি খুশি হোন তাহলে আপনি তাকে তিরস্কার করতে পারেন স্বাচ্ছন্দ্যে। সেক্ষেত্রে বলার আর কিছুই থাকবে না। এই ঘুটঘুটে অন্ধকার জগত থেকে আপনার হাত ধরে আলোতে আসতে চেয়ে সে যদি ধিক্কার, তিরস্কার পায় তখন আপনিই একমাত্র কারণ হবেন যিনি জেনেশুনে সন্তানকে এমন এক যুদ্ধক্ষেত্রে ছেড়ে দিয়েছেন যেখান থেকে জীবিত ফিরে আসতে পারলেও সসম্মানে ফেরত আসতে পারবে না।



সমাজ অল্পবয়সে প্রেম করতে দেখলে কখনোই ধিক্কার দিবে না। কিন্তু অল্পবয়সে বিয়ে করা প্রসঙ্গে সমাজ মুখ বাঁকাবে। আপনি যদি সমাজের অধিকাংশ মানুষের কথা চিন্তা করে বিয়েকে বিলম্বিত করার চিন্তা করেন, তাহলে মনে রাখুন আপনার সমাজ আপনাকে সমাজ অল্পবয়সে প্রেম করতে দেখলে কখনোই ধিক্কার দিবে না। কিন্তু অল্পবয়সে বিয়ে করা প্রসঙ্গে সমাজ মুখ বাঁকাবে।

আপনি যদি সমাজের অধিকাংশ মানুষের কথা চিন্তা করে বিয়েকে বিলম্বিত করার চিন্তা করেন, তাহলে মনে রাখুন আপনার সমাজ আপনাকে জান্নাত কিংবা জাহান্নামে নিয়ে যেতে না পারলেও আপনার সন্তানের সেই ক্ষমতা পুরোপুরিই আছে।

## এখন বুঝতে পেরেছেন হঠাৎ করে কেন এই প্রবণতা?

কেন এই প্রজন্ম আবার "Early marriage" এর দিকে ফিরে যেতে চায়? হয়তো ভাবছেন আমি কি পাঁচ বছরের বাচ্চাদের ধরে বিয়ে দিতে বলছি নাকি? ইসলামে এর সঠিক জবাব রয়েছে, আর এটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক যে সৃষ্টিকর্তা মানুষের জন্য সবকিছুর সঠিক সময় নির্ধারণ করে দিবেন। যখন একটা ছেলে কিংবা মেয়ে সাবালক কিংবা সাবালিকা হয় তখন থেকেই ইসলামের দৃষ্টিতে সে প্রাপ্তবয়স্ক। আনুমানিক গড়ে ১৫/১৬ বছর বয়সে ১৫/১৬ শূনে অবাক লাগছে? আপনি ১০/১২ বছরের বাচ্চাদের খোঁজ নিয়ে দেখেন তারাও এখন প্রেম করা শিখে গেছে তাই বাস্তবতার সাথে সম্পর্ক থাকলে অবাক হতেন না...



তরুণ সমাজে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা এবং কিছু বাস্তবতার সাথে এর আগের অংশে তাত্ত্বিকভাবে পরিচয় ঘটেছিলো। এখন আসুন কিছু দৃষ্টান্ত দেখা যাক এবং বাস্তবতার আলোকে আর কিছু পরিস্থিতি দেখা যাক। ( এই অংশটাও বিশেষভাবে অভিভাবকদের জন্য উৎসর্গ করা হলো)

তরুণসমাজ আজ কীভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে শুধুমাত্র অপসংস্কৃতির কারণে তা আশা করি বুঝতে পারছেন। সমাজে শালীনতা দিন দিন কমে যাওয়াটা একমাত্র চিন্তার বিষয় না। আরো একাধিক বিষয় নিয়ে আপনি চিন্তিত হওয়া উচিত। ওয়েস্টার্ন কালচার অনুসরণ করে বিয়ের গড় বয়স এই জেনারেশনে এসে ৩০/৩৫ বছরে ঠেকেছে। যদি আপনি পশ্চিমা সংস্কৃতির আদলে বিয়েতে বিলম্বের অংশটুকু গ্রহণ করতে চান তাহলে তার সাথে বিবাহপূর্ব সম্পর্ক থেকে শুরু করে যত ধরনের নেতিবাচক প্রভাব আছে সবকিছুকে মেনে নিতে হবে কেননা এই সবকিছুর পেছনে যে প্রভাবকটা কাজ করে তা হচ্ছে বিয়ের বয়স পেছানো। যার ফলে সরাসরি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক একাধিক জিনিস সমাজে বিস্তার লাভ করবে।

## নারীদের ক্ষেত্রে যেসব দৃশ্যমান সমস্যা হয়

পশ্চিমা সংস্কৃতিতে বিবাহ শুধুমাত্র একটা আইনি চুক্তি মাত্র। বিয়ের মাধ্যমে শুধুমাত্র পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুকরণে আমরা বিয়েকে শুধুমাত্র একটি সামাজিক বন্ধনে পরিণত করেছি। অনেক বিবাহিত মুসলমান তো এটাই জানে না বিয়ে একটা ইবাদতও বটে। যাই হোক,



আপনার কন্যা সন্তানের বিয়ের ব্যাপারে সঠিক সময় সঠিক তৎপরতা থাকলে পরবর্তীতে বিশেষ কোনো সমস্যা হবে না। সঠিক সময় বলতে ১৮ বছর কিংবা তার আশেপাশের সময়টা। কেননা একটা মেয়ের বিয়ের আগ্রহ এই বয়সে তৈরি হয় এবং এই বয়সের পর চলে যায়। এরপর আগ্রহ যখন ফিরে আসে তখন খুব দেরী হয়ে যায়। একটা দৃষ্টান্ত দেখে আসা যাক। নিচের ছবিটা লক্ষ্য করলে দেখবেন মেয়েটার বয়স ২৬ থেকে ২৭ বছর। খুব কম বয়স মনে হচ্ছে না?



বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে বিয়ে হচ্ছে না। পড়ালেখা ৪ বছর আগে শেষ করেছি। ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগে না তাই একটা চাকরি করি কিন্তু এখন এই চাকরিটা করতে একদম ভালো লাগে না। বিয়ে টা হয়ে গেলে বেচে যেতাম, জব ছেড়ে শুধু সংসার নিয়ে থাকতাম, নামাজ রোযা করতাম। প্রায় ঘর থেকে কাঁদতে কাঁদতে বের হয় কবে মুক্তি পাব এই অবস্থা থেকে। তোমরা সবাই আমার জন্য একটু মন থেকে দোয়া করনা আপুরা যেন খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যায় আমার।

4.6K

746 Comments

Like

Comment

কিন্তু সমাজের চোখে তার বিয়ের বয়স অনেক আগেই শেষ। যখন

বয়স ২০/২২ বছর ছিলো তখন যেমন প্রস্তাব আসতো সময়ের সাথে সাথে তা চক্রবৃদ্ধি হারে কমতে থাকে। কিন্তু সেই সময়টায় মেয়ের বাবা মায়ের চোখে মেয়েকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন থাকে একই ভাবে মেয়ের চোখেও পশ্চিমা নারীবাদের ছোঁয়ায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন ছিলো। কিন্তু ছবির এই পোস্টটার কमेंট সেকশনের সাড়ে সাতশত কमेंটকারীর প্রত্যেকেই মেয়ে। তাদের অনেকে সরকারী চাকুরীজীবী আবার অনেকে প্রাইভেট কোম্পানিতেও কাজ করে। সমাজের চোখে প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠিত। তাদেরও একই হাহাকার ,একই হতাশা। প্রায় প্রত্যেক নারীর স্বপ্ন থাকে নিজের সুন্দর একটা সংসার হবে। কিন্তু এই স্বপ্নটার পথে নিজেরাই কিংবা নিজেদের পরিবার অধিকাংশ সময় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় শুধুমাত্র পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মিথ্যা আশ্বাস কিংবা মিথ্যা স্বপ্নের দ্বারা। ভেবে দেখুন তো ইতিহাসের পাতায় যেসব মুসলিম মহিলাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে তাদের কয়জন প্রতিষ্ঠিত? অথচ দেখুন আজ লাখ লাখ প্রতিষ্ঠিত নারী বুঝতে শিখেছে তারা শুধুমাত্র একটি ভ্রমের পেছনে ছুটে জীবনের সবটুকু সময় শেষ করে ফেলেছে। এসব প্রতিষ্ঠিত নারী দিনশেষে প্রত্যেকেই শূন্য ঘরে ফিরে এসে হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

অনেকে ভাববেন এর বিপরীত চিত্র তো আছেই। আসুন সেদিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। গতবছরের একটি প্রতিবেদনে একটি পরিসংখ্যানের চিত্র ফুটে উঠেছিলো। ”ঢাকা শহরে তালাকে এগিয়ে নারীরা “মোটামুটি সারমর্ম হচ্ছে ৭০% নারী নিজ



আমরা জনগণের পক্ষে

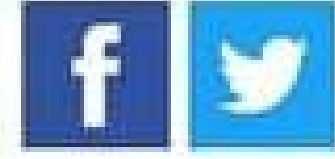
বাংলাদেশ প্রতিদিন



ঢাকা, শুক্রবার, ৬ মার্চ, ২০২০

## শিক্ষিত স্বাবলম্বী নারীরাই ডিভোর্সের শীর্ষে

জিন্নাতুন নূর



ভাঙছে ঘর ভাঙছে সংসার

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী ছিলেন রোকেয়া ও

থেকেই তালাক দিয়ে থাকে। কিছুদিন আগেই আরেকটি প্রতিবেদনে ফুটে উঠেছে “শিক্ষিত, স্বাবলম্বী নারীরাই ডিভোর্সের শীর্ষে” শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে চাই না তবে শিক্ষিত নারীরা শিক্ষিত জাতি উপহার দেয়ার কথা কাগজে -কলমে থাকলেও বাস্তবে চিত্রটা ভিন্নরূপ ধারণ করছে। জাতির ধারক ও বাহকেরা আজ জাতি ধ্বংস করতে তৎপর। সমাজের

মৌলিক সংগঠন পরিবার ভাঙনে তারাই অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছে যার একমাত্র কারণ পশ্চিমা চিন্তাধারা। এই যে দেখুন, আপনার চিন্তাভাবনার ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত খুব একটা ভালো অবস্থানে নেই। নারীবাদের উত্থান, সংসার ভেঙে যাওয়া থেকে শুরু করে বিয়ে সংশ্লিষ্ট সকল কুপ্রভাব এর পেছনে দায় থাকে একমাত্র “সঠিক সময় বিয়ে না করানো”

আমি আবারো স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ইসলামের কোনো বিধান নিয়ে আপনি হেলাফেলা করবেন তো সেটার পরিণাম আপনাকে জাহান্নাম পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। আর বিয়ে পিছিয়ে দেয়া এমন একটা পাপ যে পাপের শাস্তি পৃথিবীতে থাকতেও স্বপরিবারে ভোগ করবেন নাহয় আপনি অভিভাবক হিসেবে যার উপর জুলুম করেছেন সে একা সারাজীবন এর ফল ভোগ করে যাবে। মেয়েগুলো তখন বুঝে নি তাদের জীবন কীভাবে একাকীত্ব, গ্লানি আর হতাশায় কাটতে যাচ্ছে তাদের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে। কিন্তু সচেতন অভিভাবক হিসেবে একবেলা সন্তানকে টেবিলে বসতে না দেখলে, খাওয়া দাওয়া বাদ দিতে দেখলে যেভাবে চিন্তিত হন ঠিক সেভাবেই আপনার চিন্তিত হওয়া উচিত ছিলো না? এখন অন্তত চিন্তিত হতে শিখুন। বিয়ে পেছানোর কুপ্রভাবগুলো একেকটা চেইন রিঅ্যাকশন। এই চেইন রিঅ্যাকশনের ফলাফল আপনার আশেপাশেই এখনই দেখতে পাবেন।

ডিভোর্সের পর এসব নারীরা জীবনে খুব বেশী ভালো থাকে? বিকৃত নারীবাদের রোল মডেল তাসলিমা নাসরিনের হতাশা ভরা

স্ট্যাটাসগুলো আপনার চোখে পড়লে জবাব আপনার কাছেই আছে। শেষ বয়সেও সামাজিক ধিক্কার এবং হতাশা নিয়ে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করে। আর আরো ব্যতিক্রম হয় তখনই যখন কোনো মেয়ে বিবাহের পূর্বে কোনো সম্পর্কে জড়িয়ে থাকে। তবে এ ক্ষেত্রে খুশি হবার কারণ নেই কারণ আপনি এবং আপনার কন্যা এতদিনে জাহান্নামের জ্বালানী হওয়ার যোগ্য হয়ে গেছেন। মৃত্যুর আগে তওবা করে নিন। প্রকৃতির বিরুদ্ধে এবং ধর্মীয় বিধানের বিপরীতে চলতে গেলে মানুষ জায়গায় জায়গায় মুখ খুবড়ে পড়বে এটাই তো স্বাভাবিক!

## ছেলেদের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান সমস্যাগুলো

ভাবতে পারেন উপরে নারীদের ক্ষেত্রে লিখলাম আর এখানে ছেলেদের ক্ষেত্রে লিখলাম কেন! কারণ সাধারণত ত্রিশ বছরের আগে আমাদের সমাজে একটা ছেলেকে পুরুষ ভাবা হয় না। নারীদের চেয়ে বিয়ের ব্যাপারে বর্তমানে ছেলেরা আরো বেশী তৎপর। তবে কথাটা সঠিক না ও হতে পারে কারণ নারীদের লজ্জা ছেলেদের চাইতেও তুলনামূলক বেশী। (যদিও এটা বর্তমানে কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ) একটা পরিবারে একটা মেয়ে যেই বয়স থেকে স্বাধীনতা পাওয়া শুরু করে একটা ছেলে সেই নির্দিষ্ট বয়সের কমপক্ষে ৩/৪ বছর আগ থেকেই একই স্বাধীনতা পায়। আর বিশেষ করে তখন থেকেই তার



জন্য সমগ্র পৃথিবী উন্মুক্ত যেন যদিকে খুশি সে ডানা মেলে উড়ে যেতে পারে। বন্ধু-বান্ধবকে বান্ধবী নিয়ে ঘুরতে দেখা , সিনেমার নায়কের ভালবাসার গল্প সফল হতে দেখা,হঠাৎ করে অজানা এক জগতে প্রবেশ করা এই সবকিছু মিলিয়ে নিজেকে কল্পনার রাজ্যের রাজা ভেবে নিজের রাজ্যের রানী খুঁজে বেড়ায়। হালাল ,হারাম সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় জড়িয়ে পড়ে অবৈধ সম্পর্কে নাইয় আর কোনো এক অন্ধকার জগতে। চারদিকে শুধু অন্ধকার! হতাশা,অবসাদ ...

সে বুঝতে শিখে না এই সময়গুলো পার করে পরবর্তী সময়ে যাওয়া সম্ভব। যারা একমাত্র সমাধান সম্পর্কে জ্ঞাত আছে তারা হয়তো এসে বলবে “বাবা আমার বিয়ের ব্যবস্থা করুন” কথাটা শোনার পর পর আপনি গর্জে উঠবেন নাইয় অটুহাসি দিবেন। ফলস্বরূপ? ছেলে হালাল-হারাম ,ভালো-মন্দ কোনো কিছুর পরোয়া করবে না। প্রথম অংশ পড়ে আসলে পার্কে বসে থাকা ছেলেটার জায়গায় আপনার ছেলেকে কল্পনা করে নিন। যা দেখছেন না তা বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই কিন্তু এটাই “FACT” আর বিশ্বাস অবিশ্বাস আপনার ব্যাপার।যে ছেলেটা ভাবছেন ভাজা মাছটা উল্টে খেতে পারে না সেই ছেলেটা জগতের জঘন্যতম পাপগুলোকে পাশ কাটিয়ে আপনাকে এসে অনুরোধ করেছে!

আর আপনি করলেন তিরস্কার! নিজের নিবুদ্ধিতা বুঝতে পারছেন?

অভিভাবক হিসেবে আপনি কতটা নির্বোধ ! ভাবছেন, সন্তানকে



তিন/চারটা শিক্ষক দিয়ে পড়াচ্ছি, কোচিং করাচ্ছি, ভালো খাবার দিচ্ছি, নিজের আলাদা রুম দিয়েছি এরপরেও কেন সন্তান ভালো রেজাল্ট করে না? আপনার নিবুদ্ধিতা কখনো তার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে আপনাকে অবগত হতে দেয় নি। শুধু বিয়ের ব্যাপারে না, যেকোনো ব্যাপারেই আপনি তার মানসিক অবস্থা বুঝতে চান নি কখনোই। শুধুমাত্র কি দিয়েছেন, কি কি করেছেন আর আপনার সন্তান আপনাকে কতটুকু ফেরত দিচ্ছে আপনি সেই হিসাব কষতে ব্যস্ত। প্যারেন্টিং এর ধারণাই আপনার নেই!

তরুণ সমাজে এখন প্রতিযোগিতা চলে, ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই এই নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে যে কার কয়টা বিপরীত লিঙ্গের বেস্ট ফ্রেন্ড আছে, কে কয়টা প্রেম করেছে, কে কয়বার ডেটে গিয়েছে, কোথায় কোথায় গিয়েছে... আর গভীরে না যাওয়াই শ্রেয়। অবাক হচ্ছেন হয়তো হঠাৎ করে কেন এসব হলো! বাচ্চাটাকে যে ছোটবেলা থেকে টিভি সেটের সামনে বসিয়ে রাখতেন কখনো ভেবেছেন বাচ্চাটা এখান থেকে কি শিখছে? কখনো ভেবেছেন? কার সাথে সন্তান মিশছে কিংবা কি নিয়ে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হচ্ছে? এসব কিছু ভাবেন নি বলেই এখন অবাক হলেন... একটা সন্তানকে দিনের পর দিন অপশিক্ষা, বিজাতীয় সংস্কৃতির আদলে গড়ে উঠতে দেয়া, ছেলে মেয়েদের অবাধ মেলামেশা হয় এমন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, ছেলেমেয়ের মধ্যে কতটুকু দূরত্ব থাকতে হবে এসব না শেখানো, ছেলেমেয়ের সহপাঠী-বন্ধুদবান্ধবের ব্যাপারে খেয়াল না রাখা

এই যে , এতোগুলো ভুল আপনি করলেন এরপর ছেলেমেয়ে প্রেম করলে , ভুল পথে হাঁটলে দায় কিংবা দোষটা সম্পূর্ণ তার ঘাড়ে চাপিয়ে আপনি মনে করছেন দায়মুক্ত হয়ে গেছেন? ভাবতে পারেন তবে আল্লাহ তা'লা আপনাকে পাকড়াও করবেন না এমনটা ভাববেন না। নেক আমল করা সন্তান দুনিয়ায় রেখে গেলে যেমন মৃত্যুর পরেও সওয়াব হয় তেমনি আপনি পাপাচারী সন্তান লালন পালনের কারণেও একই পরিমাণ গুনাহ এর অংশীদার হচ্ছেন আর আপনার দায়টা আপনাকে পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিলাম । এরপরেও যারা ফিরে আসতে চাচ্ছে তাদেরকে আপনি বাঁধা দিয়ে ভাবছেন তারা থেমে গেছে? বা তারা মেনে নিচ্ছে সবকিছু? তাহলে এটা নিবুদ্ধিতার আরেকটা বড় প্রমাণ।

এবেঞ্জ ম্যরিজেব প্রতি বাবা-মা এর আগ্রহ বেশি এর জন্য আমার আয় রোজগার বাড়তে হবে।

আর আমার আয় রোজগার করে বাড়বে তা জানা নাই, কাজ করছি..।

এর মধ্যে বেশ কয়েকজনকে ভাল লাগায় তাদের সব ব্লার পরেও তারা পজেটিভ রিপ্লাই দেয়।

বাবা-মাকে বলায় তারা পজেটিভ কাজ না করে তার ফ্যামিলির দ্বারা আমাকে না করিয়ে দেয়।

ফলে বিয়েটা অনেক পিছিয়েছে।

এখন সব জেনেও পজেটিভ মনের একজনকে পেয়েছি, তবে ভয় হচ্ছে এখানেও বাবা-মা

তাদের কর্তৃত্ব ফলাতে চায় কি/না।

আমি তাদের শেষ বারের মত বুঝাব এবং তাকে যদি বিয়ে না করতে পারি বাবা-মার অনুপস্থিতিতে

যে কাউকে বিয়ে করব।

16 hrs · Facebook for Android · Public  
Save · More



Like



React



Comment



Share

👍🥰🤔 98

বাংলাদেশের বেশীরভাগ বাবা মায়েরা ভাবেন সন্তানের উপর যেকোনো ধরনের জুলুম করলে তারা দিনের পর দিন মেনে



নিবে। কিন্তু বিশ্বাস করেন ছবিতে যে পোস্টটা দেখছেন ,এই ব্যক্তি আমার দেখা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ধৈর্যশীল ব্যক্তিকারণ এখন নেগেটিভ রিপ্লাই পেলেই সন্তানেরা নিজেদের মতো বিয়ে করে নেয়। কাজটা জায়েজ নাকি নাজায়েজ বিস্তারিত পরের অংশে আলোচনা করবো । কিন্তু আপনাদের কাজটা শুধুমাত্র নাজায়েজ না , এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে সরাসরি জুলুম। তার একটা মৌলিক চাহিদাকে আপনি নিজের ইচ্ছামত বিলম্বিত করবেন আর ভাববেন আমার সন্তানের কাছে আমি অনেক শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে যাবো আমার কর্তৃত্ব ফলবে কিন্তু দেখেন একটা রক্তের সম্পর্ককে স্বার্থের সম্পর্কে পরিণত আপনিই করেছেন...

বাস্তবতার পুরোটা এখানে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় নি । তবে যা দেখলেন এগুলো প্রত্যেকটা সন্তানের অন্তরের ব্যাথা ,তাদের অব্যক্ত মনের কথা। আপনি চিন্তিত হবেন না, আমি শুধুমাত্র একপাক্ষিক কথা বলতে আসি নি। যুবক সমাজের কি করণীয় তা নিয়েও আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ । তবে প্রথমেই আপনাদেরকে উদ্দেশ্য করে কথা বলার কারণ কি তা আশা করি বুঝতে পেরেছেন! আপনারা তাদেরকে সাহায্য না করলে তাদের একার পক্ষে আলোর মুখ দেখা কখনোই সম্ভব হবে না। রুঢ়ভাবে কথাগুলো বলার জন্য আমি দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী । আপনারা অবশ্যই অধিক জ্ঞানী কিন্তু আপনার সন্তানের সাথে আপনার যেই জেনারেশন গ্যাপটা আছে, তার

মনের সাথে আপনাদের দূরত্ব কতটুকু বেড়েছে বা কমেছে সেই ব্যাপারে জ্ঞান টুকু আপনি রাখতে চেষ্টা করেন নি। আল্লাহ তা'লা সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুক। শায়খ আহমদউল্লাহ কথাগুলো চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আশা করি ভিডিওটি দেখলে আর সংশয় বাকি থাকবে না। আপনাদের জন্য ম্যাসেজ এতোটুকুই থাকলো ...





এই অংশটি অধিকাংশ পাঠকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ (কারণ আমার পোস্টের পাঠকশ্রেণী বিশেষ করে তরুণসমাজ)। এই অংশটিতেও যথারীতি যুক্তিভিত্তিক আলোচনা হবে। শরীঈ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে করা হবে।

শুরুতেই আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করুন কারণ আপনি বিবাহের গুরুত্ব কিংবা প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু আপনার পরিবারকে কতটুকু বুঝাতে পেরেছেন কিংবা আপনি নিজে কতখানি বুঝেছেন সেটাই এই অংশের আলোচ্য বিষয়। তাই ধৈর্যধারণ করে পুরোটা পড়ুন। কিছু কথা তিক্ত মনে হলেও এড়িয়ে যাবেন না। কেননা, বিবাহের মতো একটা সম্পর্কে সবসময় মধুরতা থাকবে না, সেগুলো চাইলেও এড়িয়ে যেতে পারবেন না। তাই এখন থেকেই নাইয় অভ্যাস করা যাক!

- নিয়ত ঠিক রাখাঃ দেখুন আপনি, আমি, আমরা আমরা জাহেলিয়াতের যুগে বাস করি। এই যুগে প্রচলিত জাহেলি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে গিয়ে কোনো কাজ করতে হলে আপনার প্রবল ইচ্ছাশক্তির পাশাপাশি প্রয়োজন আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। বিশেষ করে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে সরাসরি কার্যকর এই অস্ত্র পেতে হলে... বুঝছেন তো ? কেমন রহমতের প্রয়োজন? তাই সর্বপ্রথম কাজ হলো নিয়ত ঠিক রাখা! শুধু মুখে বললেই হবে না, আল্লাহ তা'লা অন্তর্জামি। তাই অন্তর শুদ্ধ রেখে মনেপ্রাণে ভাববেন “ আমি বিয়ে করতে চাই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, নিজের দৃষ্টি হেফাজতের জন্য, পবিত্রতা রক্ষার জন্য।”

- নিয়ত ঠিক রাখলে বিবাহের মতো নিয়ামতের প্রকৃত বরকত পাবেন ইনশাআল্লাহ।
- ফরজ বিষয়গুলো যথাযথভাবে পালন ও হালাল-হারাম মেনে চলাঃ আপনি যেহেতু বুঝতে পারছেন আপনার বিবাহ করা প্রয়োজন এবং দ্বীনের অর্ধেক হলো বিয়ে সুতরাং অন্তত পরিবারের কাছে এই প্রয়োজনের গ্রহণযোগ্যতার জন্য আপনার ইবাদত এবং দৈনন্দিন জীবনের হালাল হারাম মেনে চলতে হবে। যেমনঃ বিবাহ আপনাকে অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখবে এটা বিবাহের একটা কারণ। তাই গান বাজনা থেকে পুরোপুরি সরে আসবেন কেননা, গানবাজনা হলো অন্তরের মদ। আপনার মানসিক অবস্থাকে বিকৃত করে অশ্লীলতার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য শয়তানের অব্যর্থ হাতিয়ার হলো এটি। কোনোরকমের গান-বাজনার ধারেকাছেও থাকা যাবে না। কোনো ধরনের অশ্লীলতার আশেপাশেও থাকবেন না। বিভিন্ন নাটক, সিনেমা, ফেসবুক ভিডিও থেকে শুরু করে বাস্তব জীবনেও বেপর্দা নারীর দিকে তাকাবেন না। দৃষ্টির হেফাজত করুন কেননা আপনার স্ত্রী তখনই আপনার দৃষ্টি শীতল করতে পারবে যখন আপনি অন্যান্য হারামের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন। সুতরাং বিবাহের পূর্ণাঙ্গ বরকত পেতে হলে দৃষ্টির হেফাজত করা বাধ্যতামূলক! দৈনন্দিন জীবনে যেসব হারামকে ছোট করে দেখা হয় যেমনঃ গালি দেয়া, কাউকে নিজের কথাবার্তা দ্বারা আঘাত করা ইত্যাদি জিনিসগুলো থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন।

আপনি মেয়ে হলে পরিপূর্ণ পর্দা করে চলুন। ছেলেদের জন্য চোখের পর্দা যেমন ফরজ আপনার জন্য ঠিক একইভাবে বাহ্যিক পর্দা ফরজ।

দেখুন, বিয়ে কিন্তু শুধুমাত্র কোনো সামাজিক রীতিনীতি না। এটা একটা ইবাদত যা আপনার অন্যান্য ইবাদতকে অনেকাংশে সহজ করে দিবে। তাই অন্যান্য ইবাদত তথা আল্লাহর আদেশ মেনে চলার চেষ্টা করলে তখনই আল্লাহ তা'লা অন্যান্য ইবাদত সহজ করে দিবেন অর্থাৎ বিবাহের ব্যবস্থা করে দিবেন। যাই হোক, হারাম সম্পর্ক থাকলে তওবা করে সরে আসুন। তাকে যদি একেবারেই ছাড়তে না পারেন এবং তাকেই বিয়ে করতে চান তাহলে তাকে আপনার কারণ বলে যোগাযোগ বন্ধ করে দিন-রাত আল্লাহর কাছে চাইতে থাকুন দুজনেই। একটা সাধারণ যুক্তি, আপনি যদি তাকে ভালবাসেন তাহলে আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না সে আপনার এই অবৈধ ভালবাসার কারণে জাহান্নামের জ্বালানী হোক। তাই সবকিছু বাদ দিয়ে আল্লাহর কাছে চাইতে থাকেন।

আপনার জন্য দুনিয়াবি ও আখিরাতে কল্যাণ যদি আল্লাহ তা'লা তার মধ্যে নিহিত রাখেন তবে ইনশাআল্লাহ একটা ব্যবস্থা তিনি করেই দিবেন। শুধুমাত্র একটা নিয়ত আপনার পুরো জীবন পরিবর্তন করে দিতে পারে। এই ব্যাপারে বিস্তারিত ইনশাআল্লাহ পরের অংশে থাকবে। বিপরীত লিঙ্গের বন্ধু/বান্ধবীদের পরিপূর্ণরূপে ত্যাগ করুন। তাদের সাথে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথা বলা আপনার জন্য হারাম।

ভাবছেন হয়তো, “এই লোক তো সবকিছুই বাদ দিতে বলছে! এটা



আবার কি ধরণের লেখা!” আপনি তো জানেন না, রাসুল (সঃ) বলেছেন, “সর্বোত্তম সম্পদ হলো জিকিররত জিহ্বা, কৃতজ্ঞ অন্তর এবং মুমিনা স্ত্রী যে স্বামীর ঈমানে সহযোগীতা করে।” -সহীহ ইবনু মাজাহ ১৮৫৬। আর আপনি এমন একটা সম্পদ তো এমনি এমনি পাওয়ার আশা করা উচিত না! দ্বীনদার স্বামী যে কতবড় নিয়ামত এটা বোনেরা বুঝতে পারলে জীবনেও বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তো না! “যদি আমি কাউকে কারো জন্য সিজদা করতে আদেশ করতাম, তাহলে নারীকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে। (তিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ ৩২৫৫নং, হাদিসটি হাসান) চিন্তা করুন দ্বীনদার স্বামী কিংবা স্ত্রী আপনার দুনিয়া আখিরাত দুটোই বদলে দিতে পারে। তাই আবারো বলছি হালাল-হারামের সুস্পষ্ট নির্দেশনাগুলো মেনে চলুন। এতে আপনার পরিবারের কাছে যেমন আপনার বিয়ের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে তেমনি দ্বীনদার জীবনসঙ্গী পেতে সহায়তা করবে তেমনি আপনার জীবন ও সুন্দর হয়ে যাবে। আল্লাহ তা’লা বান্দার কল্যাণ হয় যেসব কাজে সেগুলোর আদেশ ই দিয়েছেন। যাতে আপনার ক্ষতি তা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

- মানসিকভাবে প্রস্তুতিঃ এই প্রস্তুতিটার কথা অনেকে ভুলেই যান। তবে মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার গুরুত্ব কোনো অংশেই কম না। বিশেষ করে যারা ছাত্রাবস্থায় বিয়ে করতে চান তাদেরকে এই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে আপনাকে মানিয়ে চলতে হবে।

সমাজ এমনকি আপনার পিতামাতা পর্যন্ত হাশরের ময়দানে “ইয়া নাফসি, ইয়া নাফসি” করতে থাকবে। তাই সমাজ নিয়ে চিন্তিত হবেন না। কে কি বললো সেটা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার আগে ভাববেন এই সমাজটা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ককে মাথায় তুলে নাচে এবং বিয়েকে রীতিমত একটা ট্যাবু বানিয়ে ফেলতে চায়। মানসিকভাবে শক্ত হতে শিখুন। পাশাপাশি বর্তমানে বিবাহ ভাঙন ব্যাপক আকারে রূপ নিয়েছে। মনে রাখবেন বিবাহিত জীবন কেমন হবে তা স্বামী, স্ত্রী উভয়ের ধৈর্যের উপর নির্ভরশীল। তাই সবার করতে শিখুন এবং ধৈর্যশীলদের একজন হয়ে যান। রাগ, হিংসার মতো ধ্বংসাত্মক অনুভূতিগুলোকে বিয়ের আগেই মাটিচাপা দিয়ে ফেলুন। স্বামী হিসেবে স্ত্রীকে কীভাবে নসিহত করতে হবে তার শারীঈ দিকনির্দেশনা রয়েছে নসিহতের ক্ষেত্রে সেগুলো অনুসরণ করুন। এছাড়া বিয়ে সংক্রান্ত অনেক বই আছে যেমনঃ বিয়ে স্বপ্ন থেকে অষ্টপ্রহর, বিয়ে - রেহনুমা বিনতে আনিস ইত্যাদি পড়লে মানসিকভাবে মোটামুটি প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব ইনশাআল্লাহ।

বিয়েকে চূড়ান্তভাবে প্রশান্তি লাভের মাধ্যমে হিসেবে ভাবা উচিত না। পৃথিবীটা মুমিনের জন্য পরীক্ষাক্ষেত্র। তাই বিয়ের মাধ্যমেও আল্লাহ তা'লা আপনাকে পরীক্ষা করতে পারেন। কষ্টের সময়

- আসতেই পারে ,তখন অবাক হবেন না। মুমিনের জন্য প্রত্যেক বিপদই একেকটা নিয়ামত। তবে চেষ্টা করবেন যথাসময়ে বিবাহের পর সমাজে যেন ইতিবাচক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে পারেন এবং সমাজ থেকে হারিয়ে যাওয়া সুন্নাহ আবারো প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।
- আর্থিক প্রস্তুতিঃ যদিও যথাসময় বিয়ে করার বয়সে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার কারণে কোনো চাকরি করা সম্ভব না তবুও চেষ্টা করবেন পড়ালেখার পাশাপাশি প্রোডাক্টিভ কোনো কাজে নিজেকে নিযুক্ত করতে। হ্যাঁ, একান্ত অপারগ হলে মন দিয়ে পড়ালেখাই করুন। পরিবার মোটামোটি অবস্থাসম্পন্ন হলেও নিজে আর্থিকভাবে কিছুটা স্বাবলম্বী হতে চেষ্টা করা উচিত। বাইরের দেশগুলোতে পার্ট টাইম জবের সুবিধা থাকলেও বাংলাদেশে এমন সুবিধা নেই। তবে চাকরি কিংবা পড়ালেখা শেষ হওয়ার জন্য বিয়েকে বিলম্বিত করবেন না। প্রথম এবং দ্বিতীয়

অংশে অভিভাবকদের পাশাপাশি আপনারাও হয়তো দেখেছেন বিয়েকে বিলম্বিত করলে পরিণাম খুব একটা ভালো হয় না।

- অভিভাবককে রাজি করানোঃ আপনাদের সকল প্রশ্ন এই পয়েন্টটাকে ঘিরেই থাকে মূলত। পুরো নোট জুড়ে যে আলোচনা করা হয়েছে বিশ্বাস করতে পারেন এগুলো আপনার অভিভাবককে রাজি করানোর পদ্ধতি একেকটা।



হ্যাঁ, চূড়ান্ত অভিভাবক অর্থাৎ আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি যখন অর্জন করে ফেলবেন তখন আপনার পিতা-মাতাকে রাজি করানোর প্রেক্ষাপটটা আশি শতাংশ সহজ হয়ে যাবে। তবে এই ব্যাপারটাতে তাড়াহুড়ো করবেন না একদমই! অভিভাবকদের জন্য যেসব ম্যাসেজ রয়েছে সেগুলো আপনি নিজ থেকে দেখানোর আগে আপনি আপনার অবস্থানটা পরিষ্কার করে নিন। আগে নিজেকে আল্লাহর দিকে নিয়ে আসুন , বাকি কাজ ইনশাআল্লাহ খুব সহজেই হয়ে যাবে। ধৈর্য্যহারা হবেন না। যত বেশী সম্ভব দুআ করুন। দুআ কবুলের সময়গুলো জেনে নিন। অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দুআ করবেন , কখনো হতাশ হবেন না ! বেশী বেশী নফল ইবাদত করুন, প্রয়োজনে নফল রোজা রাখুন। আপনার পরিবর্তন আপনার পিতামাতা বুঝতে পারলে, তাদেরকে আল্লাহ তা'লা হিদায়াত দান করলে অবশ্যই তারা আপনাকে সাহায্য করবেন। এতদিন বিয়ের জন্য ব্যকুল হয়ে আছেন তবে অনেকেই সঠিক দিকনির্দেশনা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। এখন অন্তত আপনি বুঝতে পারছেন আপনার কি করা উচিত তাই আরেকটু সময় নিন, আপনার পিতামাতাকে বুঝতে দিন আপনার যুদ্ধটা কেন, কি নিয়ে...

সবকিছু বুঝানোর পরেও , নির্লজ্জের মতো মুখফুটে সবকিছু বলার পরেও অভিভাবক বুঝতে চাইছেন না? এই নিয়ে আপনি হতাশ? অভিভাবক এই ব্যাপারে জুলুম করছে? চিন্তা করবেন না মোটেও। ইসলাম শুধুমাত্র অভিভাবকদের জুলুমের পক্ষে । ইসলাম কখনো কারো উপর জুলুম করে না, জুলুম সমর্থন করে

না। পরবর্তী অংশ দিয়েই ইনশাআল্লাহ সিরিজটা শেষ হবে। সেই অংশে জুলুমের ক্ষেত্রে আপনার করণীয় এবং ইসলামি শরীয়ত অনুযায়ী বিভিন্ন দিকনির্দেশনা থাকবে। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে সকল দিকনির্দেশনা মেনে আমল করার তৌফিক দান করুক।



এই অংশে নিকাহ সম্পর্কিত শারীঈ পর্যালোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। [যারা পিডিএফ তৈরী করবেন তারা অবশ্যই এই অংশটি সবার শেষে রাখবেন (আরেকটা অংশ লেখা হবে) ইন শা আল্লাহ।] আর পাঠক ধৈর্যধারণ করে শেষ পর্যন্ত পড়ুন! আপনি সন্তানের অভিভাবক হলে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন আর নিজে বিবাহ করতে চাইলে বুঝতে পারবেন আপনাকে কেউ না বুঝলেও আল্লাহ তা'লা খুব ভালভাবে বুঝেন! এই শিক্ষাটা যদি একবার অর্জন করতে পারেন তাহলে শুধু বিয়ের ক্ষেত্রেই না, প্রতিটা ব্যাপারে আল্লাহ তা'লা বান্দার মনের কতটা কাছে থাকেন সেই ব্যাপারে নতুন করে চিন্তার খোরাক সৃষ্টি হবে ইন শা আল্লাহ!

## ইসলামে বিবাহের বয়সঃ

রাসুল (সাঃ) বলেন, “তোমাদের মাঝে যার কোন (পুত্র বা কন্যা) সন্তান জন্ম হয় সে যেন তার সুন্দর নাম রাখে এবং তাকে উত্তম আদব কায়দা শিক্ষা দেয়; যখন সে বালগে অর্থাৎ সাবালক/সাবালিকা হয়, তখন যেন তার বিয়ে দেয়। যদি সে বালগে হয় এবং তার বিয়ে না দেয় তাহলে, সে কোন পাপ করলে উক্ত পাপের দায়ভার তার পিতার উপর বর্তাবে।”(বাইহাকি ৮১৪৫)

কথিত আধুনিক এবং বিকৃত চিন্তা-চেতনা থেকে বেরিয়ে যদি বুঝতে চেষ্টা করেন তাহলে ইসলামের নিয়ম-কানুনকে সুন্দর এবং



যথার্থ মনে হবে। সুন্নাহ হচ্ছে সন্তান সাবালক হওয়ার পরেই বিবাহের ব্যবস্থা করা। এই উপমহাদেশে বয়সটা গড়ে আনুমানিক ১৪/১৫ বছর ধরা যায়। পরিবেশ-পরিস্থিতির জন্য বিলম্বিত হলেও সর্বোচ্চ ২/৩ বছর এদিক সেদিক হতে পারে। সমাজ ব্যবস্থার বিকৃতি একপাশে ঠেলে কেউ যদি এই বয়সে বিয়ে করতেই চায় তাকে বিবাহের সুযোগ করে দেয়াটাই ইসলামের নির্দেশিত পথ। অযথা বিয়ে বিলম্বিত করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েজ। তাছাড়া বিয়ে বিলম্বিত করার ফলে সমাজ আজ কতটা বিপর্যস্ত ভাবলেও অবাক হবেন! তবে ইসলাম তো পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা! অনিয়মটা আপাত দৃষ্টিতে ছোট মনে হয় বলেই শুরু হয় আর সেটা নিজের, পরিবারের এমনকি সমাজের ধ্বংস পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে...

## সন্তানের বিবাহের এখন প্রয়োজন নেই

সন্তান বিয়ের কথা বলে না। আপনিও মনে মনে খুশি আমার ছেলেটা চাকরি করে আমাকে ডুপ্লেক্স বাড়ির মালিক বানিয়ে এরপরেই বিয়ে করুক! আপনি মনে মনে খুশি মেয়েটা মাস্টার্স কমপ্লিট করেই বিয়ে করুক! আমার ভদ্র ছেলে, মেয়ে তো বিয়ের কথা মুখে আনছে না আলহামদুলিল্লাহ!

একটা প্রবাদ আছে, “পাগলের সুখ মনে মনে” কেন এই প্রবাদ

উল্লেখ করলাম? যারা বিয়ে করে না তারা দুইশ্রেণীর পুরুষ হতে পারে, শারীরিকভাবে অক্ষম কিংবা ব্যভিচারী। উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) জনৈক অবিবাহিত পুরুষকে লক্ষ্য করে এমনটিই বলেছেন। তিনি বলেন, “তোমাকে বিয়ে করতে বাধা দিচ্ছে- হয়তো অক্ষমতা নয়তো পাপাচারিতা।” অর্থাৎ, আপনার সন্তানের বিবাহের প্রয়োজন তখনই হবে না যখন তার শারীরিক সক্ষমতা থাকবে না কিংবা সে পাপাচারী হবে। ব্যভিচার কিংবা পাপাচারে যুক্ত থাকলে আপনার সন্তানের বিবাহের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না তবে আপনাদের অভিভাবক হিসেবে তখন আরো দ্রুত বিবাহের ব্যবস্থা করা উচিত! এই ব্যাপারে নারী পুরুষের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকার বিশেষ কারণ কোথাও পরিলক্ষিত হয় না...

বর্তমান সমাজের চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত! কেউ যদি নিজের পরিবারের কাছে প্রয়োজন ব্যক্ত করেই ফেলে তখন তাকে নির্লজ্জ, বেহায়া ইত্যাদি উপাধি দেয়া হয়। পরিবার অনুৎসাহিত তো করেই উপরন্তু তার প্রয়োজনকে মাটিচাপা দিতে পারলেই যেন বেঁচে যায়! অথচ বৈজ্ঞানিকভাবে, ধর্মীয়ভাবে এই প্রয়োজনীয়তাকে “Natural behaviour” কিংবা মানুষের “ফিতরাত” (স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্য) হিসেবে দেখা হয়। পশ্চিমাদের নৈতিকতার মানদণ্ডকে ঘৃণা করলেও তাদের চাপিয়ে দেয়া যেকোনো বিকৃত চিন্তাকে নিজের মস্তিষ্কে স্থান দিতে পারলেই যেন আমরা সফল এবং সার্থক মনে করি নিজেদের। নাউযুবিল্লাহ... অভিভাবক হয়ে সন্তানকে অন্ধকার থেকে টেনে আনাটা অবাস্তব মনে হয় আমাদের। শুধু অন্ধকারে ঠেলে দিয়েই অনেকে ক্ষান্ত হয়

না বরং তাকে বুঝানো হয় একমাত্র হালাল পদ্ধতিটাও তার জন্য ক্ষতিকর।

যে পাপ করতে লজ্জা পায় সে বিয়ের কথা বলবে, যে পাপ করতে লজ্জা পায় না তার বিবাহের প্রয়োজনও নেই, কখনো তৈরীও হবে না। আপনি জন্মদাতা অভিভাবক হলেও আপনার সন্তানকে তো তার সৃষ্টিকর্তার চেয়েও বেশী চিনবেন না! তার অন্তর পড়ার ক্ষমতা তো আপনার নেই! যিনি অন্তরের খবর জানেন, যিনি প্রয়োজন সৃষ্টি করেছেন বিবাহের উপযুক্ত সময়ের ব্যাপারে তিনি আপনার চেয়ে বেশী জ্ঞাত এটা একজন মুসলমান হিসেবে তো স্বীকার করেন, তাই না? আপনার সন্তানকে সুখে রেখেছেন, ভালো রেখেছেন সেই ভালো রাখাটা কতটুকু? পৃথিবীতে তাকে জ্ঞানাত দিয়ে ফেলেছেন? সেটা তো সম্ভব না তাই না? কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করে জ্ঞানাত দান করেছিলেন, জ্ঞানাতে থেকেও তিনি অপূর্ণতা অনুভব করেছিলেন আর সেখানে এই পাপাচারে পরিপূর্ণ পৃথিবীতে আপনার সন্তানকে আপনি মার্কেটের সবচেয়ে দামী পোশাক, সবচেয়ে দামী খাবার, সবচেয়ে ভালো বাসস্থান দিয়েই ভাবছেন কোনোটা কম পায় নি সে! একবার যদি সন্তানের মন দেখতে পেতেন তাহলে বুঝতেন সব থেকেও কিছু একটা নেই! এই না থাকাটার মান আপনার চোখে শূন্য! যা কিছু আছে সবকিছুকে এই শূন্য দ্বারাই গুণ করে দিন দেখেন ফলাফলও শূন্য! সব দিলেন অথচ কিছুই দিলেন না!



## বিবাহের সামর্থ্য

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কিছু যুবক ছিলাম যাদের কিছুই ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা সামর্থ্য রাখ তাদের উচিত বিয়ে করে ফেলা। কেননা বিয়ে দৃষ্টি অবনতকারী ও লজ্জাস্থানকে হেফাযতকারী। আর যার সামর্থ্য নেই তার উচিত রোযা রাখা। কেননা রোযা যৌন উত্তেজনা প্রশমনকারী।" - (বুখারী ৫০৬৬)

হাদিসটিতে বিবাহের সামর্থ্য না থাকলে সাওম পালন করার কথা বলা আছে। সামর্থ্য কতটুকু থাকা প্রয়োজন? এই ব্যাপারে স্থায়ী ফতোয়া কমিটির আলেমগণ বলেন, **"বিয়ের খরচাদি বহন ও স্ত্রীর অধিকার আদায়ে সক্ষম যুবকের অবিলম্বে বিয়ে করাই রাসূলের সুন্নত।"**[ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়িমা (৬/১৮)]

আপনার সন্তানের হাতে থাকা সেলফোনটা বিক্রি করলে যে দাম পাওয়া যাবে সেই টাকা দিয়ে ওয়ালিমা হয়তো তিনবারও করা যাবে! অবশ্যই চোখ ধাঁধানো কাফের মুশরিকদের বিয়ের অনুষ্ঠানের মতো ওয়ালিমার কথা বলছি না! এমন অনেক পিতা-মাতা আছেন যারা সন্তানের পড়ালেখার জন্য লাখ লাখ টাকা কিংবা সন্তানের শখ মেটানোর জন্য লাখ টাকার গ্যাজেট কিনে দেন তবে বিয়ের প্রসঙ্গ আসলে তখন হ্রু কুঁচকে থাকেন...

রোযা রাখার বিষয়টি একেবারে অপারগ হলে তখন প্রযোজ্য!  
এর আগে নয়... আল্লাহ্ আলাম!

দরিদ্রতা, ক্যারিয়ার ইত্যাদি কোনো বাঁধা না! আমাদের মানসিকতাই একমাত্র বাঁধা! সাহল বিন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার নিজেকে আপনার জন্য উপহার দিতে এসেছি (পরোক্ষ ভাষায় বিয়ের প্রস্তাব)। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে মাথা নিচু করলেন। মহিলাটি যখন দেখল যে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ফয়সালা দিচ্ছেন না তখন সে বসে পড়ল। এমন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের একজন বলল, যদি আপনার কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে এ মহিলাটির সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দিন। তিনি বললেন, তোমার কাছে কি কিছু আছে? সে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম কিছুই নেই। তিনি বললেন: তুমি তোমার পরিবারের কাছে ফিরে যাও এবং দেখ কিছু পাও কি না? এরপর লোকটি চলে গেল এবং ফিরে এসে বলল: আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কিছুই পেলাম না। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: দেখ, একটি লোহার আংটি হলেও! তারপর সে চলে গেল এবং ফিরে এসে বলল: আল্লাহর কসম, একটি লোহার আংটিও পেলাম না। কিন্তু এই যে আমার লুঙ্গি আছে। সাহল (রাঃ) বলেন, তার কোন চাদর ছিল না। অথচ

লোকটি বলল: এটাই আমার পরনের লুঙ্গি; এর অর্ধেক দিতে পারি। এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমার লুঙ্গি দিয়ে সে কি করবে? তুমি পরিধান করলে তার গায়ে কোন কিছু থাকবে না। আর সে পরিধান করলে তোমার গায়ে কোন কিছু থাকবে না। তখন লোকটি বসে পড়লো এবং অনেকক্ষণ সে বসেছিল। তারপর উঠে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ফিরে যেতে দেখে ডেকে আনলেন। যখন সে ফিরে আসল, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন: তোমার কতটুকু কুরআন মুখস্থ আছে? সে গণে বলল, অমুক অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি এ সকল সূরা মুখস্থ তিলাওয়াত করতে পার? সে বলল: হ্যাঁ! তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: যাও তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ করেছ এর বিনিময়ে এ মহিলার সাথে তোমার বিবাহ দিলাম। [সহিহ বুখারী (৫০৩০) ও সহিহ মুসলিম (১৪২৫)]

## বিবাহ বিলম্বিত করা

দ্বীনদার পাত্র কিংবা পাত্রীর প্রস্তাব পেলেও বিবাহকে পড়াশোনা, ক্যারিয়ার, দরিদ্রতা, অস্বচ্ছলতা ইত্যাদি ওজর বা কারণে বিবাহ বিলম্বিত করা যাবে না। (বুখারি ৫০৩৩)

হাদিসটির প্রতি ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখবেন যে, দরিদ্রতা



সত্তাগতভাবে বিবাহকে বাধা দেয় না; যদি পাত্র দ্বীনদার হয় এবং নিজ প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাসী হয় এবং পাত্রীও সে রকম হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী বা স্ত্রী নেই তাদের বিয়ের ব্যবস্থা কর, তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ ও যোগ্য তাদেরও। তারা যদি দরিদ্র হয় তাহলে আল্লাহ্‌ই নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ্‌ মহা দানশীল, মহাজ্ঞানী।"[সূরা নূর, আয়াত: ৩২]। সুতরাং, আল্লাহ্র উপর যথাযথ তাওয়াক্কুল, চরিত্র রক্ষার আকাঙ্ক্ষা, আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রত্যাশা থাকলে আশা করা যায় এমন দম্পতিকে আল্লাহ্ সাহায্য করবেন এবং তাঁর অনুগ্রহ থেকে রিযিক দিবেন।

এই আয়াত সম্পর্কে, বিন বায (রহঃ) বলেন, “এ আয়াতেকারীমাতে আল্লাহ্ তাআলা যাদের স্বামী বা স্ত্রী নেই তাদেরকে এবং সৎ ও যোগ্য দাস-দাসীদের কাছে বিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে, এটি গরীবদের সচ্ছলতার মাধ্যম যাতে করে, পাত্রী ও পাত্রীর অভিভাবকগণ নিশ্চিত হতে পারে যে, দরিদ্র বিয়ের পথে বাধা হওয়া অনুচিত। বরং বিয়ে রিযিক হাছিল ও স্বাবলম্বী হওয়ার মাধ্যম।” [‘ফাতাওয়া ইসলামিয়া’ (৩/২১৩) হতে সমাপ্ত]

দ্বীনদারিতা এবং চরিত্রের উপর ভিত্তি করে উপযুক্ত প্রস্তাব আসার পরেও প্রস্তাব বাতিল করার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় পড়ালেখা শেষ না হওয়া, বয়স পর্যাপ্ত না হওয়ার কারণ দর্শানো হয়। বস্তুত এমন কারণ দর্শানো শরীয়তসম্মত নয়। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে

সাবালক-সাবালিকা হওয়ার পর বয়সের অপরিপূর্ণতা কিংবা পড়ালেখা অপরিপূর্ণ হওয়ার বিষয়টি ওজর বা বিলম্বের কারণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না উপরন্তু সরাসরি শরীয়তবিরোধী কাজ হবে। এক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় আপনি অভিভাবক হারাবেন।

আপনার সন্তান বিয়ে করে বউকে খাওয়াবে কি? আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেছেন, “দুজনের খাদ্য তিনজনের জন্য যথেষ্ট এবং তিনজনের খাদ্য চারজনের জন্য যথেষ্ট। - (মুসনাদে আহমদ, ৭৩২৪) তাছাড়া আল্লাহ তা'লা আর-রাজ্জাক্ তথা রিজিকদাতা হয়ে যদি সচ্ছলতার নিশ্চয়তা দেন সেখানে সন্তানের রিযিক নিয়ে আপনার অধিক চিন্তা থাকলে আপনার তো ঈমান নিয়ে চিন্তিত হওয়া উচিত! আপনি সন্তানের পিতামাতা হতে পারেন! রিযিকের মালিক কখনোই আপনি না!

## ইজাব এর আদব

'পাত্র কিংবা পাত্রীকে সরাসরি পাত্রী কিংবা পাত্র বিয়ের জন্য প্রস্তাব দিতে পারে না, এটা ইসলাম সমর্থন করে না কিংবা তা আদবের খেলাফ' এমন ধারণা সমাজে প্রচলিত থাকলেও কারো দ্বীনদারিতায় মুগ্ধ হয়ে সরাসরি তাকে প্রস্তাব দেয়া ইসলামসম্মত যদিও অভিভাবকের নিকট প্রস্তাব পেশ করাই উত্তম। তবে সরাসরি পাত্র কিংবা পাত্রীকে প্রস্তাব দেয়া ইসলাম বহির্ভূত কোনো

নিয়ম না। পাত্রী নিজে চাইলেও সরাসরি প্রস্তাব পেশ করতে পারে কেননা,

সাবিত আল বুনাঈ (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি আনাস (রাঃ) - এর কাছে ছিলাম। তখন তাঁর কাছে তাঁর কন্যাও ছিলেন। আনাস (রাঃ) বললেন, একজন মহিলা নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনার কি আমার প্রয়োজন আছে? এ কথা শুনে আনাস (রাঃ) - এর কন্যা বললেন, সেই মহিলা কতই না নির্লজ্জ, ছিঃ লজ্জার কথা। আনাস (রাঃ) বললেন, সে মহিলা তোমার চেয়ে উত্তম, সে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর সাহচর্য পেতে অনুরাগী হয়েছিল। এ কারনেই সে নিজেকে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর কাছে পেশ করেছে।

(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫১২০)

একইভাবে, ছেলেদের ক্ষেত্রেও সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ "তোমরা নারীদের মধ্য হতে নিজেদের পছন্দ মত বিয়ে কর..."(সূরা নিসা, আয়াত :২)

অর্থাৎ, কাউকে পছন্দ হলে সরাসরি তাকে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করা ইসলাম বহির্ভূত নিয়ম নয়। কোনো নারীর দ্বীনদারিতায় মুগ্ধ



হলে তার অভিভাবকের সাথে যোগাযোগের সুযোগ না থাকলে সেই নারীর মাধ্যমে প্রস্তাব পেশ করাও জায়েজ।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা যে ব্যক্তির দীনদারী ও নৈতিক চরিত্রে সন্তুষ্ট আছ তোমাদের নিকট সে ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব করলে তবে তার সাথে বিয়ে দাও। তা যদি না কর তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা-ফ্যাসাদ ও চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।"

[হাসান সহীহ, মিশকাত (২৫৭৯)]

অর্থাৎ, ইজাব বা প্রস্তাবনা আসার পর অভিভাবকের দায়িত্ব হচ্ছে দ্বীনদারিতা এবং চরিত্র নিয়ে সন্তুষ্ট হলে তা কবুল করা। যদি তা না করা হয় বিপর্যয় এবং ফিতনা- ফ্যাসাদ সৃষ্টি হওয়ার কথা রাসূল (সাঃ) বলেছেন। তাই প্রত্যেক ঈমানদার অভিভাবকের উচিত এই দুটো শর্ত পূরণ হওয়া মাত্রই ইজাব কবুল করে নেয়।

## আল্লাহর উপর ভরসা বনাম নিজের বিবেকের উপর ভরসা

নিকাহ এর ক্ষেত্রে উল্লেখিত বিষয়ে দুইটি ধাপ দেখা যায়। প্রথমটি, বিয়ের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয়ঃ তার সম্পদ, বংশ মর্যাদা, তার সৌন্দর্য এবং তার দ্বীনদারিতা। সুতরাং তুমি দ্বীনদারিতাকে প্রাধান্য দিবে নতুবা ক্ষতিগ্রস্ত হবে (বুখারি ৫০৯০) বর্তমানে হাতে গুনা কয়েকটা সম্পর্ক দ্বীনদারিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠে আর তারাই সফল হয় সংসার জীবনে... ঈমান থাকলে রাসুল (সাঃ) এর এই হাদিসটির উপর আমল করা অপরিহার্য! এই হাদিস অনুযায়ী বিবাহের সময় পাত্র পাত্রী নির্বাচন না করলে হয়তো আপনি রাসুল (সাঃ) এর কথায় বিশ্বাস করছেন না নয়তো আপনার সন্তানের ক্ষতি চাইছেন...

আপনি উচ্চশিক্ষিত, সরকারী চাকুরীজীবীর কাছে মেয়ে বিয়ে দিলেন! লোকের চরিত্র কিংবা দ্বীনদারিতা নেই! সে দাইয়ুস! পর্দার মতো ফরজ বিধান সম্পর্কেও তার জ্ঞান নেই... একবছর সংসার করলো আপনার মেয়ে আপনার কাছে ফেরত আসলো! এমন চিত্র অহরহ দেখা যাচ্ছে না? আসলে এখন নারীরা সহনশীল না একই সাথে পুরুষেরাও ধৈর্যশীল না! চারদিকে সংসার ভাঙনের ছড়াছড়ি। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে বিয়েটাকে ইবাদত হিসেবে না ভেবে স্রেফ একটা লেনদেনের সম্পর্কে পরিণত করা! একটা সংসার ভেঙে গেলে ছেলের অভিভাবক আফসোস করে কেন দেখেশুনেও মেয়েটাকে এনে ভুল করলাম! মেয়ের অভিভাবক ভাবে কেন আল্লাহ্ আমার মেয়েটার সাথে এমন করলো!

অথচ, আপনি তো দ্বীনদারিতাকে প্রাধান্য দেন নি! এমনটা

হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিলো তাই না!? টাকাপয়সা, সামাজিক মর্যাদার লেনদেন করতে যেয়ে সন্তানের জীবন পর্যন্ত ঝুঁকিতে ফেলে দেয়া হয়! তখন মোহে ডুবে থাকার ফলে ব্যাপারটা টের পান না! আল্লাহর নিয়মের বাইরে, ক্ষতিগ্রস্ত হবেন জেনেও আপনিই তো দ্বীনদারিতাকে প্রাধান্য না দিয়ে পার্থিব স্বার্থ হাসিল করতে চেয়েছিলেন আর ফলাফল? নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর কথা সত্য!

## অভিভাবক হওয়ার যোগ্যতাঃ

১. সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হওয়া।
২. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।
৩. দাসত্বের শৃঙ্খল হতে মুক্ত হওয়া।
৪. অভিভাবককে কনের ধর্মের অনুসারী হওয়া। কোন অমুসলিম ব্যক্তি মুসলিম নর-নারীর অভিভাবক হতে পারবে না। অনুরূপভাবে কোন মুসলিম ব্যক্তি অমুসলিম নর-নারীর অভিভাবক হতে পারবে না। তবে অমুসলিম ব্যক্তি অমুসলিম নারীর অভিভাবক হতে পারবে, যদিও তাদের উভয়ের ধর্ম ভিন্ন হোক না কেন। কিন্তু মুরতাদ ব্যক্তি কারো অভিভাবক হতে পারবে না।
৫. আদেল বা ন্যায্যবান হওয়া। অর্থাৎ ফাসেক না হওয়া। কিছু কিছু আলেম এ শর্তটি আরোপ করেছেন। অন্যেরা বাহ্যিক আদালতকে (দ্বীনদারিকে) যথেষ্ট ধরেছেন। আবার কারো কারো মতে, যাকে তিনি বিয়ে দিচ্ছেন তার কল্যাণ বিবেচনা করার মত



যোগ্যতা থাকলে চলবে।

৬. পুরুষ হওয়া। দলীল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী- “এক মহিলা আরেক মহিলাকে বিয়ে দিতে পারবে না। অথবা মহিলা নিজে নিজেকে বিয়ে দিতে পারবে না। ব্যভিচারিনী নিজে নিজেকে বিয়ে দেয়।” [ইবনে মাজাহ (১৭৮২) ও সহীহ জামে (৭২৯৮)]

৭. বুদ্ধিমত্তার পরিপক্বতা থাকা। এটি হচ্ছে বিয়ের ক্ষেত্রে সমতা (কুফু) ও অন্যান্য কল্যাণের দিক বিবেচনা করতে পারার যোগ্যতা।

## অভিভাবকত্ব হারানোঃ

উপরের কোন একটি শর্ত না পাওয়া গেলে তখন ঐ ব্যক্তি অভিভাবকত্ব হারাবে, তখন ঐ অভিভাবকত্ব পরবর্তী নিকটতম ব্যক্তির নিকট স্থানান্তরিত হবে। যেমন বাবা (অযোগ্য বা মৃত হলে) দাদা ওয়ালী হবে, বাবা এবং দাদা না থাকলে তারপর নারীর ভাই, প্রাপ্তবয়স্ক ভাই না থাকলে তার চাচা ওয়ালী হবে ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত যদি কেউ না থাকে, তবে দেশের ‘মুসলিম শাসক’ বা তার প্রতিনিধি বা গভর্ণর ঐ নারীর অভিভাবক হিসেবে গণ্য হবে। তাছাড়া অভিভাবকের জন্য বিয়ে বিলম্বিত করাও জায়েজ নেই শরীয়তভিত্তিক কারণ ছাড়া ...

## সবর করাঃ

বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবক রাজি না হতে চাইলে অবশ্যই সবর করতে হবে। তাদেরকে বারবার বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। লা তাহযান! মোটেও হতাশ হবেন না... আল্লাহ্ তা'লা তকদিরে যখন লিখে রাখবেন বিয়ে তখনই হবে। ‘হে ঈমানদারগণ, (জটিলতা ও কষ্টের ক্ষেত্রে) ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য অর্জন কর। এ কথা সন্দেহহীনভাবে নিশ্চিত যে, (আল্লাহর পরিপূর্ণ সাহায্য এবং স্বয়ং) আল্লাহ ধৈর্যধারণকারীদের সাথে রয়েছেন।’ (সূরা বাকারাহ : আয়াত ১৫৩)। তাই ধৈর্য ধরে নিজের অভিভাবককে বুঝানোর চেষ্টা করুন।” আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে (সূরা আল ইমরান আয়াতঃ১৩৯)" তাই আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন!

তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনি ভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্যে! তোমরা শোনে নাও, আল্লাহর সাহায্যে একান্তই নিকটবর্তী (সূরা বাকারাহ আয়াতঃ২১৪)

## অভিভাবকের অবস্থানঃ

পিতামাতা সন্তানের সবচেয়ে কাছের বন্ধু! পৃথিবীতে আমাদের অভিভাবকগণ আমাদের মন্দ চাইতে পারেন না! আপেক্ষিক এই পৃথিবীতে সব ভালো-খারাপ ও আপেক্ষিক.. তাই কিছু সময় আমাদের ভালো চাইলেও তা আপেক্ষিক দৃষ্টিতে ভালো মনে হয় তাদের কাছে তবে তা হয়তো প্রকৃতপক্ষে ভালো না! এমতাবস্থায় তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবেন না। আপনার প্রয়োজন কিংবা আবশ্যকতা বুঝাতে অপারগ হলে রোযা রাখুন, সবর করুন। বুঝাতে থাকুন যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব। তাদের জন্য হিদায়াতের দোয়া করুন! আপনাকে জন্ম দেয়ার কারণে তাদের সবচেয়ে বেশী হক রয়েছে আপনার উপর। পিতামাতা কে আল্লাহর জন্য ভালবাসুন!

আপনি যদি অভিভাবক হয়ে থাকেন তাহলে আপনার দ্বীনদার সন্তানকে সাহায্য করার মানসিকতা অর্জন করুন! তাকে আটকে রাখতে চাইলে সাময়িকভাবে আটকাতে পারবেন তবে তার উপর জুলুম করলে জালিমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন! সে আপনার সন্তান না হয়ে সৎ কিংবা দ্বীনদার দাস হলেও আল্লাহ তা'লা আপনাকে আদেশ করছেন তার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিতে! তিনি বলছেন বিবাহের মাধ্যমে সচ্ছলতা দান করবেন! একটা ক্রীতদাস হলেও তো আপনার দায়িত্ব ছিলো বিয়ের ব্যবস্থা করে দেয়ার! আপনার সন্তানকে এতো ভালবাসেন! তবে তার প্রয়োজন



বুঝতে না পারলে, দিনশেষে তার জাহান্নামের কারণ হলে আপনার সার্থকতা কোথায়! একটাবার খবর নিন না! যুবসমাজ কতটা বিপর্যস্ত একটাবার অন্তত চোখ খুলে দেখুন! কতটা নোংরা এই সমাজ! তবে এই সমাজ নোংরামিতে উদ্বুদ্ধ করবে সেটার দায় তারা নিবে না। একটা যুদ্ধে তাকে সহায়তা করুন! বাকি জীবন কৃতজ্ঞ হয়ে কাটাতে যদি সত্যিই বুঝতে পারে চরিত্র রক্ষা কতটা প্রয়োজন!

## অভিভাবক কিংবা ওয়ালী ব্যতিত বিয়েঃ

এই ব্যাপারে যথেষ্ট এখতেলাফ তথা মতভেদ রয়েছে। অনেক আলেমের মতে এটি ইজতেহাদি মাসয়ালা অর্থাৎ অঞ্চলভেদে বিয়ের বিশুদ্ধতা নির্ভর করবে। সাধারণভাবে অভিভাবক ব্যতিত বিয়ে বাতিল কেননা ‘আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলে তার সে বিয়ে বাতিল। তিনি একথাটি তিনবার বলেছেন। আর সে যদি তার সাথে সহবাস করে, তাহলে এজন্য তাকে মোহর দিবে। যদি উভয় পক্ষের (অভিভাবকদের) মধ্যে

মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে শাসক হবেন তার অভিভাবক। কারণ যাদের অভিভাবক নাই তার অভিভাবক শাসক।

(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২০৮৩)

তাই সাধারণভাবে অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিত বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে হানাফি মাযহাব যেসব দেশে বা অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে যেমনঃ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ইত্যাদি অঞ্চলে অভিভাবক ব্যতিত বিয়ে যদি কুফু রক্ষা করে করা হয় তাহলে বাতিল বলে গণ্য করা হবে না। হানাফি মাযহাব অনুযায়ী এই ব্যাপারে রুখসাত বা ছাড় রয়েছে এর পক্ষেও যথেষ্ট দলিল রয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ) আবদুর রহমানের কন্যা হাফসাকে মুনযির ইবন যুবায়র-এর নিকট বিবাহ দিলেন। আবদুর রহমান ছিলেন তখন সিরিয়াতে (তিনি তাই এই বিবাহে অনুপস্থিত ছিলেন)। আবদুর রহমান যখন সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন (এবং এই বিবাহের সংবাদ অবগত হইলেন) তিনি বলিলেন, আমার মতো লোকের সহিত ইহা করা হইল, আমার ব্যাপারে আমাকে উপেক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল। অতঃপর আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) মুনযির ইবন যুবায়র-এর সহিত আলোচনা করিলেন। মুনযির বলিলেনঃ আবদুর রহমানের হাতেই ইহার (এই বিবাহ বহাল রাখা না রাখার) ক্ষমতা রহিয়াছে। আবদুর রহমান বলিলেনঃ যেই ব্যাপারে আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করিয়েছেন আমি উহাকে রদ করিব না, তাই হাফসা মুনযিরের কাছেই রহিলেন এবং ইহা তালাক বলিয়া গণ্য হয় নাই। -(মুয়াত্তা মালেক ১১৭১) অর্থাৎ বিবাহ বাতিলের হাদিসের বিপরীতে আয়েশা (রাঃ) নিজেই আমল করেছিলেন। উল্লেখিত হাদিসটির ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, “হাদীসটি মুনকার।” (আলইলানুল কাবীর-২৫৭)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, "একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এক যুবতী এসে বললো, তার অসম্মতিতে তার পিতা তাকে বিয়ে দিয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এখতিয়ার প্রদান করলেন যে সেচাইলে বিবাহ রাখতেও পারে রদ করতেও পারে -(আবু দাউদ ২০৯৬)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ বিধবা মহিলা (বিয়ের ব্যাপারে) তার অভিভাবকের চেয়ে নিজেই অধিক হকদার এবং কুমারীর বিয়ের ব্যাপারে তার সম্মতি নিতে হবে, তার নীরব থাকা সম্মতি গণ্য হবে। হাদীসের মূল পাঠ আল-কা'নাবীর।- (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২০৯৮)

উল্লেখিত হাদিসগুলোর উপর ভিত্তি করে আলেমগণ বলেছেন হাদিসে ব্যবহৃত বাতিল শব্দটি অভিভাবক ব্যতীত অপূর্ণ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও এই ব্যাপারে শায়েখ সালেহ আল



মুনায্জিদ বলেছেন, " এটি একটি ইজতিহাদি মাসআলা..সুতরাং যে সব দেশের মানুষেরা হানাফী মাজহাবের উপর নির্ভর করে, ওয়ালী (অভিবাবক) ছাড়া বিবাহকে বৈধ মনে করে এবং এভাবে তাদের বিয়ে হয় যেমন, ভারত, (বাংলাদেশ) পাকিস্তান ইত্যাদি, তাহলে তাদের বিবাহের স্বীকৃতি দেয়া হবে । বাতিল করতে বলা হবে না।"

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ বিধবা মহিলা (বিয়ের ব্যাপারে) তার অভিভাবকের চেয়ে নিজেই অধিক হকদার এবং কুমারীর বিয়ের ব্যাপারে তার সম্মতি নিতে হবে, তার নীরব থাকা সম্মতি গণ্য হবে। হাদীসের মূল পাঠ আল-কা‘নাবীর।- (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২০৯৮) উল্লেখিত হাদিসগুলোর উপর ভিত্তি করে আলেমগণ বলেছেন হাদিসে ব্যবহৃত বাতিল শব্দটি অভিভাবক ব্যতীত অপূর্ণ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও এই ব্যাপারে শায়েখ সালেহ আল মুনায্জিদ বলেছেন, " এটি একটি ইজতিহাদি মাসআলা..সুতরাং যে সব দেশের মানুষেরা হানাফী মাজহাবের উপর নির্ভর করে, ওয়ালী (অভিবাবক) ছাড়া বিবাহকে বৈধ মনে করে এবং এভাবে তাদের বিয়ে হয় যেমন, ভারত, (বাংলাদেশ) পাকিস্তান ইত্যাদি, তাহলে তাদের বিবাহের স্বীকৃতি দেয়া হবে । বাতিল করতে বলা হবে না।"

## কুফ বা সমতা

কুফু বা সমতাঃ কুফুর ক্ষেত্রে ইমাম মালিক একমাত্র দ্বীনদারিতার কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া পাত্রের চরিত্র, সামাজিক মর্যাদা এবং বংশ মর্যাদাকে অনেক ফকিহগণ কুফু'র অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

পরিশেষে একটা কথা বলতে চাই, হানাফি মাযহাব অনুযায়ী অভিভাবক শর্ত না হলেও পিতামাতাকে অসন্তুষ্ট করে কিছু করবেন না! পার্থিব জীবনের শান্তিটাও তাদের দোয়া-বদদোয়ার উপর নির্ভর করে! কিন্তু পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে ঈমানহারা হয়ে যাবেন বা পাপাচারে লিপ্ত হবেন তবে পুরো পরিস্থিতিটা আশেপাশের কোনো বড় মাদ্রাসার ফতোয়া বোর্ডে থাকা কোনো মুফতির কাছে বর্ণনা করুন। তিনি আপনার পরিস্থিতি অনুযায়ী শরীয়াহভিত্তিক সমাধান দিবেন। অনলাইন থেকে ফতোয়া না নিয়ে, নিজে নিজে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে অভিজ্ঞদের শরণাপন্ন হোন! বিবাহ বাতিল হবে কি না তা আপনার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে। তবে পারলে ধৈর্য ধরুন! আল্লাহ্ সহায় হোক!

আলোচনা মোটামুটি শেষ আলহামদুলিল্লাহ...  
তবুও কিছু কথা রয়েই গেছে! ইন শা আল্লাহ্ অন্য  
কোন সময়.....

